দৈনিক ইত্তেফাক

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 05 DEC 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

000095

ঘরে-বাইরে

— সন্ধানী

দিনের আলো কাজের প্রয়োজনের চেয়েও বড়—যখন জাগার প্রয়োজন। এর চেয়েও বড় কথা, আলোতে মানুষ মিলে। অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়। আমরা যে ক্রমে তলিয়ে যাচ্ছি,এর একটা বড় কারণ অজ্ঞতার অন্ধকার। এ অন্ধকার ঘোচাতে হলে চাই শিক্ষা। তাই শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশটি ছোট হওয়া সত্ত্বেও চোখে পড়েছে আগে। নির্দেশটির সারমর্ম হলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-বেতন ও ফী বাড়ানো নিষিদ্ধ। গতকাল শিক্ষা দফতর হতে এ নির্দেশ জারি করা হয়। উহাতে বলা হয়, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক কোন স্তরেই সরকারের পূর্ব অনুমতি ছাড়া বেতন ও ফী বাড়ানো যাবে না। যে কোন নামে বৃদ্ধি করা হতে বিরত থাকতে হবে।

শিক্ষা জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার সবচে' শানিত হাতিয়ার। মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার অর্থ শতকরা আশি ভাগ সমস্যার সমাধান। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার নিম্ন পর্যায়ে। এত নিম্ন পর্যায়ে যে, পরিসংখ্যান উল্লেখ করতেও লজ্জা হয়। শিক্ষার এ ব্যাপক নিম্নহারের মূল শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ নয়। এক সময় ছিল, যখন চাষীকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে গেলে চাষ ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা করা হতো। তখন বলা হতো, আল্লাহভক্তি ও পতিভক্তির জন্য স্ত্রী জাতিকে শিক্ষা হতে দূরে রাখা দরকার। সে আমলে কোন কোন মা বলতেন, কি আর হবে, ছেলে যদি লেখাপড়া না-ই করে দারোগাগিরি করে খাবে। আজকের মা একথা বলে না। এ যুগের মা জানে, ইট ভেঙ্গে খেলেও লেখাপড়া দরকার। তাহলে তার ভাঙ্গার কৌশলটি কিছুটা ভিন্ন হবে। এমনকি বস্তিতে দুর্বহ জীবন-যাপনকারী মা-বাবাও এখন ছেলে-মেয়েকে যতোটা সম্ভব শিক্ষিত করে তুলতে চায়। বলা বাহুল্য, এরপর শিক্ষিতের হার এত নিম্ন পর্যায়ে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু এর পরও থাকছে। এর মূল কি?

এর অন্যতম মূল কারণ আর্থিক দৈন্য। সাধারণ জনগোষ্ঠীর কথা বলা বাহুল্য, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থাও করুণ। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত। এ শ্রেণীটি সব কিছু ধারণ করে আছে শত নিন্দাবাদ সত্ত্বেও। আজ এ শ্রেণীর অবস্থা নিকরুণ। এদের মাসিক আয় গড়ে দেড়-দু' হাজার থেকে আট-দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। এ টাকায় কারো দিন স্বচ্ছন্দে চলে না। কারণ, টাকার মূল্য এখন পঞ্চাশ বছর আগের প্রায় পয়সার সমান। দু' হাজার টাকা যার আয় তাকে অন্ধগলিতে এক কামরার একটা বাসা ভাড়া করতে হলেও দিতে হয় হাজার টাকা। বাকী হাজার টাকায় পাঁচ-ছ' জনের সংসার চালানোর বিষয় চিন্তাও করা যায় না। পড়াশোনার খরচ যোগাড় করবে কোথা হতে? পক্ষান্তরে, যে ভাগ্যবান মধ্যবিত্তের মাসিক আয় আট-দশ হাজার টাকা, তারও চলে না। কেননা, তাকে ন্যূনতম একটা জীবন-মান রক্ষা করে চলতে হয়। দু-কামরা, এক বাথ ও কিচেনসহ একটা বাড়ী ভাড়া খাতে দিতে হয় কমপক্ষে তিন হাজার টাকা। নিজের অফিসে যাওয়া-আসা এবং চা-নাস্তা বাবদ খরচ হয় গড়ে এক হাজার টাকা। এরপর বিদ্যুৎ বিল, ওয়াসার বিল, গ্যাস চার্জ ইত্যাদি শোধ করার পর যে টাকা থাকে এতে পাঁচ-ছ'জনের সংসারে ১০ দিনও চলে না। চাল, ডাল, তেল, নুন, মরিচ ইত্যাদির দাম এত চড়া যে, দশ দিনেই সব নিঃশেষ হয়ে যায়। বস্তুতঃ 'হতভাগ্য' মধ্যবিত্ত হতে 'ভাগ্যবান' মধ্যবিত্ত—সবার অবস্থাই কম-বেশী এক। এ নিষ্ঠুর বাস্তবের পটভূমিতে যে কোন ব্যয় বৃদ্ধি মরার উপর খাঁড়ার ঘার শামিল।

শিক্ষা এক সময় মোটামুটি সহজলভ্য ছিল। সরকারী অনুদানের সুযোগ-বঞ্চিত স্কুল-কলেজেও ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন এবং ফী ছিল কম। ক্ষেত্রভেদে নাম-মাত্র। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী হলে অনেক সময় বেতন নেওয়াই হতো না। এমনকি পরীক্ষার সময় গরীব কোন ছাত্র দরখাস্ত করলে বেতন, পরীক্ষা ফী ইত্যাদি সম্পূর্ণ মওকুফ করে দেওয়া হতো। এখন সে অবস্থা নেই। শিক্ষাব্যয় আজকাল মারাত্মক রকমে বেশী। কিণ্ডার গার্টেন জাতীয় একটু উন্নত মানের স্কুলে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন দু'পেকে ৫ শ' টাকা। মধ্যম মানের স্কুলের বেতন একশ'-দেড়শ' টাকা। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এক শ্যালক-শ্যালিকা ও স্ত্রী নিয়ে গঠিত কিণ্ডার গার্টেনেও বেতন প্রথম শ্রেণীতে ৫০ থেকে ৮০ টাকা। এর উপর আছে নানা নামের ফী। সব মিলিয়ে মাসিক ব্যয় কয়েকশ' টাকা। অন্যান্য স্কুলের ছাত্র বেতন এবং ফীও কম নয়। ব্যতিক্রম শুধু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান নীচু। অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা স্কুলেই আসেন না। মাধ্যমিক স্কুলের অবস্থাও একই রকম। শিক্ষা বর্ষের শেষ পর্বে প্রায় সব স্কুলেই এস-এস-সি টেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। কোন কোন স্কুল এস-এস-সি পরীক্ষার ফী বাবত বার-তেরশ টাকা দিতে হবে জানিয়ে দিয়েছে। অথচ বোর্ডের ফীসহ অন্যান্য খরচ কিছুতেই দু-তিনশ টাকার বেশী নয়। এ অবস্থায় এত অধিক টাকা দিতে হবে কেন? শুধু তাই নয়, এক শ্রেণীর স্কুল আছে—যেখানে স্কুলের পড়া অপেক্ষা প্রাইভেট পড়ার উপর জোর দেওয়া হয় বেশী। স্কুল কামাই করে ও ফাঁকি দিয়ে এক শ্রেণীর শিক্ষক প্রাইভেট টিউটরি করেন। আজকাল আবার নতুন ধরনের ব্যবসা ফাঁদা হয়েছে। বহু অভিভাবক প্রাইভেট টিউশনির জন্য হাজার-দুই হাজার টাকা দিতে পারেন না। শিক্ষকদের একটা অংশ এ বুঝে চালু করেছেন 'ব্যাচ ভিত্তিক টিউশনি।' এক্ষেত্রে প্রত্যেকের কাছ থেকে তিন-চারশ' টাকা করে নেওয়া হয়। শিক্ষক মহোদয় সকালে-বিকালে দু'ব্যাচে বিশ-বাইশ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে প্রচুর অর্থ উপায় করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এক দশক আগেও এ ধরনের বেনিয়া মনোবৃত্তি শিক্ষকদের কোন অংশে ছিল না।

শিক্ষার এ দুরবস্থার সাথে আছে শিক্ষার হেরফের। প্রথম থেকে দু' ধরনের শিক্ষা চালু থাকায় সমাজ জীবনে বৈষম্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আর যা হোক, প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য বাঞ্ছিত নয়। এতে সমাজচিত্র কি হতে পারে, ভেবে দেখা দরকার। সেটা কবে হবে জানি না। উপস্থিত মত সরকারী নির্দেশটির কথাই বলছি। পূর্বেই বলেছি, আর্থিক অনটন শিক্ষার নিম্নহারের অন্যতম প্রধান কারণ। যখন-তখন যাতে বেতন ও ফী বাড়াতে না হয় এর জন্যই সরকার বেসরকারী স্কুলগুলোকে অনুদান দিচ্ছেন। বর্তমানে বেসরকারী স্কুলশিক্ষকের বেতনও শতকরা ৭০ ভাগ অনুদান থেকে দেওয়া হয়। এরপর ১২শ টাকা-১৫শ টাকা এস-এস-সি পরীক্ষার ফী এবং ছাত্র-বেতন কেন পঞ্চাশ, একশ' দু'শ হবে, আমরা বুঝতে পারি না। এর ফলে অভিভাবকদের উপর নিদারুণ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়ে পাঠানোর প্রতি দেখা দিচ্ছে অনাগ্রহ। তাই নির্দেশটি যথাবিহিত কার্যকর হচ্ছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। কাগজ-কলম, বই-পত্র ইত্যাদি যা-কিছু শিক্ষার উপকরণ, এগুলোর দামও যাতে যখন-তখন না বাড়তে পারে, শিক্ষার স্বার্থেই তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা মনে করি, এস, এস, সি, পরীক্ষার সর্বোচ্চ ফী কত হতে পারে তা বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। অন্য বিষয়গুলোও তদন্ত করে দেখা দরকার। কারণ, সব কিছু লা-নিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া যায় না। এতে শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হওয়ার আশংকাই বেশী।